21-7-72

নায়িকার ভূমিকায়

প্রকাশচন্দ্র নান প্রজোজিত চিত্রযুগের

নায়িকার ভূমিকায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখার্জী।** সংগীত : **রবীন চ্যাটার্জী।**

কাহিনী : **আশাপূর্ণা দেবী।**

সংগঠনে-প্রযোজনা : প্রকাশ চন্দ্র নান ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত ॥ সম্পাদক : হরিদাস মহলানবীশ ॥ ব্যবস্থাপক : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দেশক : সুবোধ লাল দাস ॥ পুনশব্দযোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী ॥ রসায়ণাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ বোস, সুনীল ব্যানার্জী, পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌নালরেঞ্জ ॥ পশ্চাৎপটশিল্পী : রামচন্দ্র গুণ্ডে। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর ॥ পোষাক সরবরাহ : সিনেড্রেস্ ॥ সজ্জাকর : বিষ্টুপদ দাস ॥ ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে : আনন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ দৃশ্যসজ্জায় : চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বজু সরদার, বেণু বিশাল, দ্বীজ, তমেশ্বর ॥ আলোক সম্পাৎ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্ম্মা, তারাপদ, কাশী কাঁহার, সুভাষ ॥ প্রচারসচিব : বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : জগদীশ মণ্ডল ॥

গীতরচনা : প্রণব রায় ॥ কণ্ঠ সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখার্জী ও অনুপ ঘোষাল।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : কাজল মজুমদার ॥ চিত্রগ্রহণে : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাউরী বন্ধু জানা, শঙ্কর গুহ (বহির্দৃশ্য) ॥ সম্পাদনায় : অনীত মুখার্জী ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : রবি রায়চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনায় : অসিত বোস, ঝণ্টু ব্যানার্জী, হাবুল রায় ॥ রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস ॥ পটশিল্পে চণ্ডী বর ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও পুণশব্দযোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাস বর্ম্মন ॥ শিল্পনির্দেশনায় : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী।

: চরিত্র রূপায়ণে :

অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, দীপ্তি রায়, অসিত বরণ, জহর রায়, গৌর শী, তপতী দেবী, মমতা ব্যানার্জী, অনাদি ব্যানার্জী, ৺উষা দেবী, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, গীতা প্রধান, বীরেন চ্যাটার্জী, ঝুমা মুখার্জী, সুজাতা ব্যানার্জী, কাজল মজুমদার, রবীন মুখার্জী, অমিয় ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, প্রদীপ চ্যাটার্জী, শৈলবালা, শুকদেব মল্লিক, জগন্নাথ মহান্ত, মানু মুখার্জী, তুষার দত্ত, নিমাই দত্ত, দিলীপ দত্ত, হাবুল রায়, মিহির পাল, ইন্দু দেবী, কাকলী মুখার্জী, কেষ্ট চ্যাটার্জী, ঝণ্টু চ্যাটার্জী, মোহন সিং, মাষ্টার নির্ম্মল ও চৈতালী প্রভৃতি।

টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

এস, ভড় (মধুপুর হাউস-পুরী), নিউ বিন্ট্ (পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা)
মিহির সেন (নিউ আলিপুর), চন্দ্র য়্যাণ্ড্ সন্স্ (টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো)

পরিবেশনা : মি•ালী ফিল্মস্ প্রা•ভেট লিমিটেড্।

কাহিনী

পার্কষ্ট্রীটে রায় এণ্ড্ কোম্পানীর বিরাট ফার্ণিচারের দোকান, শ্যামবাজারে বিরাট কাঠের কারখানা আর নিউ আলিপুরে প্রাসাদতুল্য বাড়ী,—এ সবেরই একমাত্র স্বত্বাধিকারিনী শোভন রায়ের বিধবা স্ত্রী সুনন্দা রায়।

এতবড় ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েও সুনন্দার মনে কোনো শান্তি নেই। পর পর দু'টি বিপর্য্যয় ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। প্রথমটি হ'লো, দিল্লীতে দাদার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তাঁর তিন বছর বয়সের একমাত্র কন্যা চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই তাঁর স্বামী শোভন রায় মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্টে মারা যান।

এখন তাঁর কাজ করবার, বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা করেন তাঁর স্বামীর বন্ধু ব্রজনাথ উকিল আর তার সঙ্গে কিছুদিন থেকে যোগ দিয়েছে সুনন্দার এক ভাইপো উদ্দালক।

উদ্দালককে সুনন্দা নিজের ছেলের মতই ছাখেন, তবুও উনিশ বছর আগে তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়ের আশা

তিনি ছাড়তে পারেন না, এখনো তাঁর আশা—মেয়েকে তিনি ফিরে পাবেন।

আজও তিনি প্রতিনিয়ত খোঁজখবর করেন পুলিশ দপ্তরে। যদিও উনিশ বছর হয়ে গেছে তবু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তা'কে বৃথা আশ্বাস দেন যে তা'রা এখনও তার মেয়েকে সারা ভারতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অবশেষে একদিন নাটকীয়ভাবে ব্রজনাথ উকিল এসে খবর দেন যে তার মেয়ে টুলুকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সে নাকি একটি নোংরা বস্তিতে যতীন নামে এক ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে থাকে। যতীনকে টুলু এতদিন নিজের কাকা বলেই জেনে এসেছে।

হারানো মেয়ের কথা শুনে সুনন্দা দেবী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। ব্রজনাথ বাবুকে বলেন—ওকে আজই নিয়ে আসুন।

ব্রজনাথ বাবু টুলুকে নিয়ে আসেন সুনন্দা দেবীর সংসারে। আজ থেকে টুলু এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী। এখন সংসারের সে নায়িকা।

হারানো মেয়েকে ফিরে পেলেন সুনন্দা দেবী। কিন্তু উদ্দালক কিন্তু তা'র ফিরে পাওয়া বোনটির আচরণে খুব বিস্ময় বোধ করলো। মেয়েটির মধ্যে যেন কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব, যদিও এই নতুন সংসারকে সে সহজভাবে আপন করে নিতে চাইছিল। মেয়েটি কি সত্যিই সুনন্দার হারানো মেয়ে টুলু না অন্য কেউ?

রূপালী পর্দায়ই এর উত্তর পাবেন।

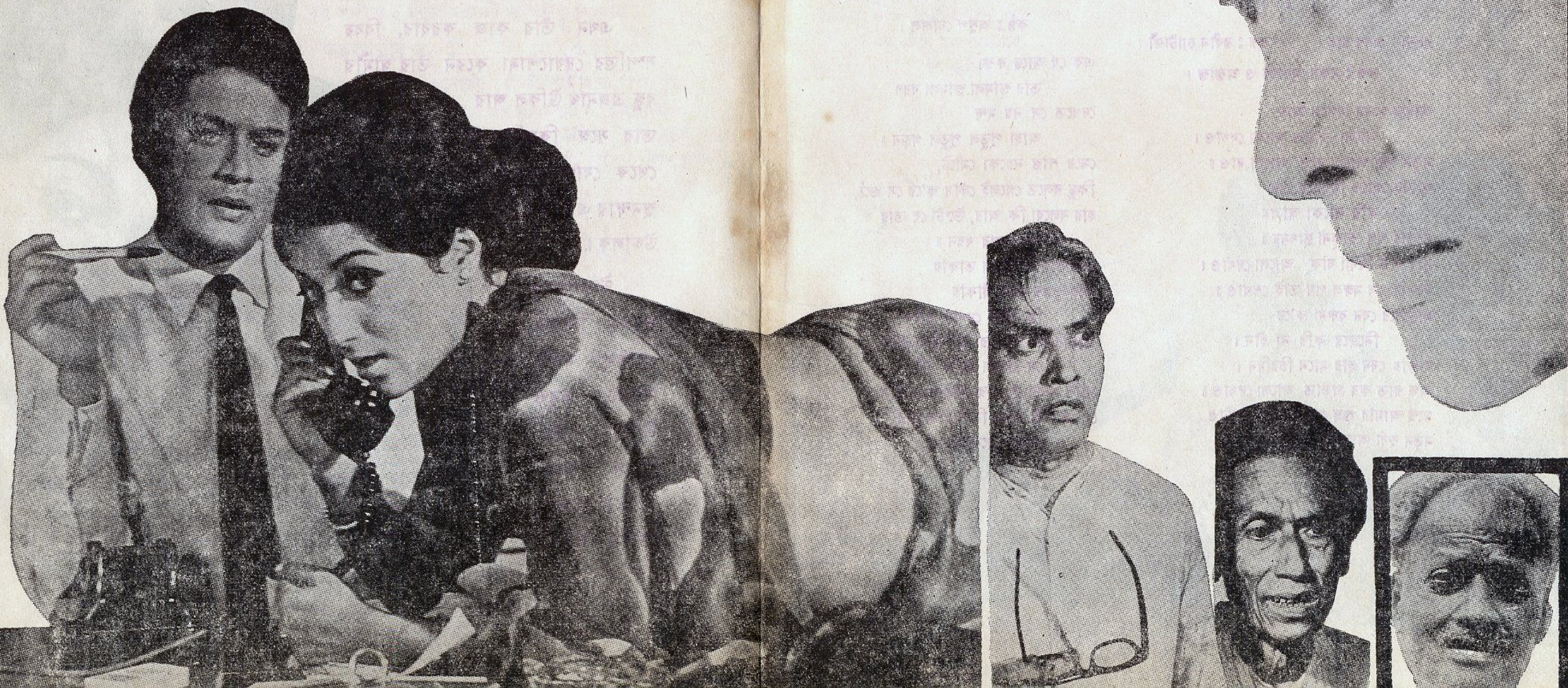

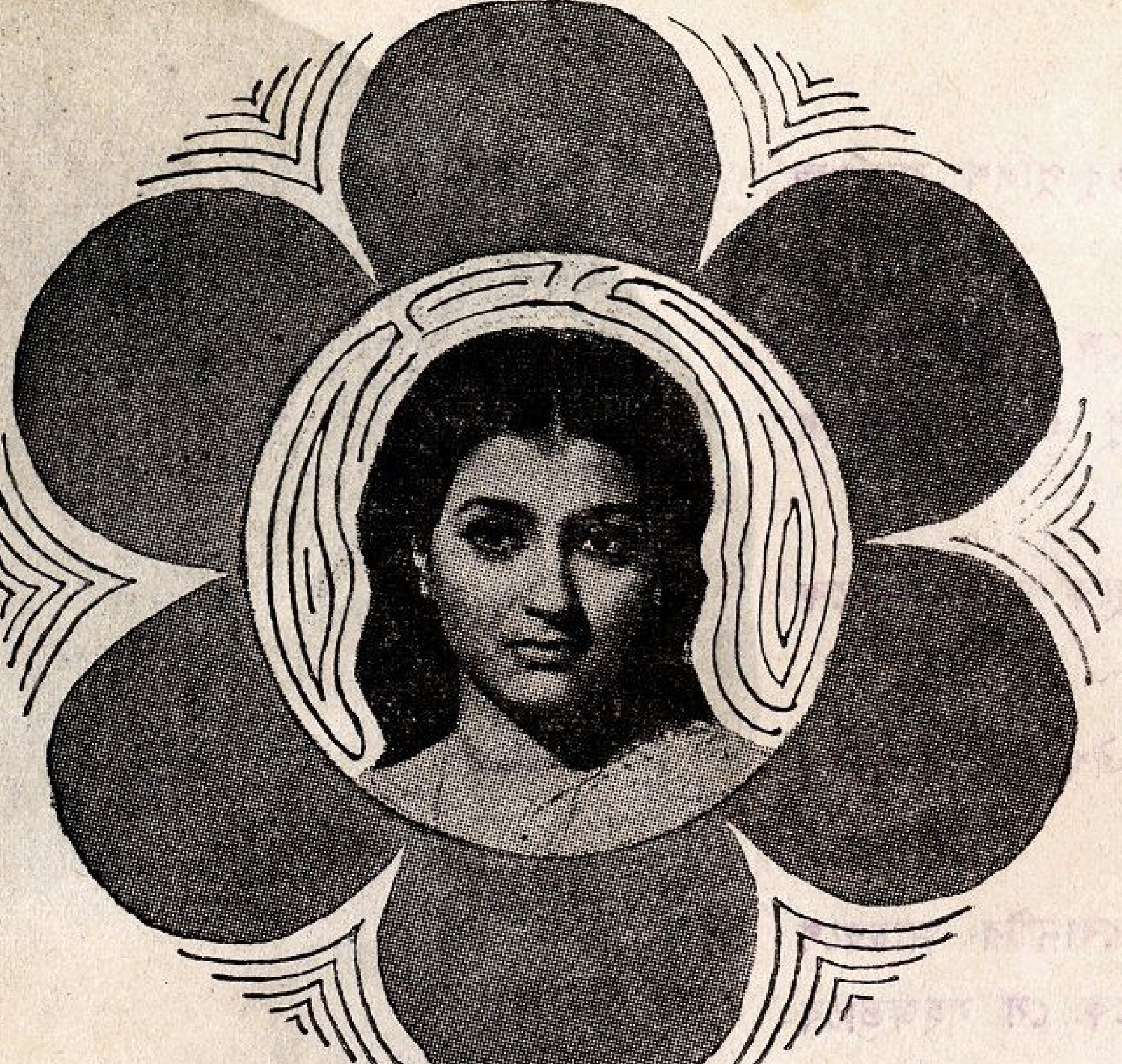

॥ গান ॥

(১)

রচনা ঃ প্রণব রায়।   সুর ঃ রবীন চ্যাটার্জী।

কণ্ঠ ঃ সন্ধ্যা মুখার্জী ও অন্যান্য।

আঁধার মনের দিগন্তে আজ
আলো দেখাও আলো দেখাও।
নতুন সূর্য্য আলো দাও আলো দাও॥
স্বার্থের লোভে মিথ্যারে যেন
করি নাকো আশ্রয়
সত্যের পথ হোক্‌না দুঃখময়॥
দুঃখ থাক্ মিথ্যা যাক্ আলো দেখাও।
সত্যের পথ মঙ্গল পথ তাই শেখাও॥
মানুষেরে যেন বঞ্চনা ক'রে
নিজেরে করি না হীন।
অন্যায় যেন হার মানে চিরদিন।
অন্ধ রাত কর প্রভাত আলো দেখাও॥
মর্ম্মে আমার শুভ্র প্রাণের ফুল ফোটাও
নতুন সূর্য্য আলো দাও আলো দাও।

(২)

রচনা ঃ প্রণব রায়।   সুর ঃ রবীন চ্যাটার্জী।

কণ্ঠ ঃ অনুপ ঘোষাল।

এক যে আছে কন্যা
তার শ্যামলা শ্যামলা বরণ
দেখতে সে নয় মন্দ
আহা পুতুল পুতুল গড়ন॥
মেয়ে শান্ত নয়কো মোটে,
কিছু বলতে গেলেই ফোঁস ক'রে সে ওঠে,
হায় বলবো কি আর, উল্টো যে তার
অনুরাগের ধরন॥
যখন রাগ ক'রে সে তাকায়
আর ভুরুর ধনুক বাঁকায়
কি মিষ্টি দেখায় তাকে,
আমার মন-ক্যামেরা ছবি তুলে রাখে।
সে রাগলে আমি খুশী
জানি মনটা যে তার মৌভরা মৌটুসি।
সে যে মিষ্টি ঝালে মিশিয়ে আমার
করলো মনোহরণ॥

(৩)

রচনা ঃ প্রণব রায়।   সুর ঃ রবীন চ্যাটার্জী।

কণ্ঠ ঃ সন্ধ্যা মুখার্জী।

ও নিরুপম সুন্দর মম
তুমি যে আছ নয়নে,
ও রূপ দেখে সাধ মেটেনা
আর ও দেখার সাধ জাগে
তোমারই মত সুন্দর গো
কে আছে এ ভুবনে॥
সূর্য্যমুখীর বুকে যেমন
জাগে আলোর পিয়াসা,
তুমিই জানো আমার প্রাণে
লুকিয়ে আছে কি আশা,
সাধ জাগে সাজাতে তোমায়
মোর প্রণয়ের চন্দনে॥
পূজার ডালায় ফুল রেখেছি
মনও আমার ফুল হ'লো,
কোন্ কুসুমে গাঁথবো মালা
তুমিই প্রিয় আজ বলো,
এক সাথে দুলবো দুজনে
সুখ দুখেরই ঝুলনে॥

(৪)

রচণা ঃ প্রণব রায়।   সুর ঃ রবীন চ্যাটার্জী।

কণ্ঠ ঃ সন্ধ্যা মুখার্জী।

এই ফাগুণে— ডাক দিল কে ?
ও আমার স্বপ্ন আবেশে ভরা
মন নিল যে॥
আমার মনকে পরিয়ে মালা
কাছে এলো যে।
সোনা আলো হাসিতে ফাল্গুনী বাঁশিতে
ডাক দিল কে॥
আজ মালঞ্চে মোর বুঝি হয়েছে ভোর।
আহা প্রাণের গোলাপে এত
রং দিল কে॥
ও তার ভালবাসায় আমি রূপসী তাই
মরি, আমায় দেখেছি আমি তারই দু'চোখে॥

আমাদের পরবর্তী দু'টি ছবি!

নামী দামী শিল্পী সমাবেশে

নারায়ণ সান্যালের

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

নাগচম্পা

অবলম্বনে

চিত্রযুগের ছবি
মিতালী পরিবেশিত

কৌটিল্য গুপ্তের

ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ চমকপ্রদ উপন্যাস

স্নোফকস্, ক্যাবারে

অবলম্বনে